১ দিনে ঢাকা থেকে সুন্দরবন ভ্রমণ
(করমজল ভ্রমণ)

টাইগার ইকোট্যুরিজম এন্ড টুরস ভ্রমণ পিয়াসিদের জন্য নিয়ে এসেছে আনন্দের সংবাদ। আপনাকে নিয়ে যাবে ১ দিনে সুন্দরবনের প্রকৃতির সান্নিধ্যে। পদ্মা ও পশুর নদীর স্বচ্ছ জলে ভেসে দু পাড়ের প্রাকৃতিক সবুজ গ্রাম এবং নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগের দারুন এক অধ্যায়।আপনাদের সন্তুষ্টি আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

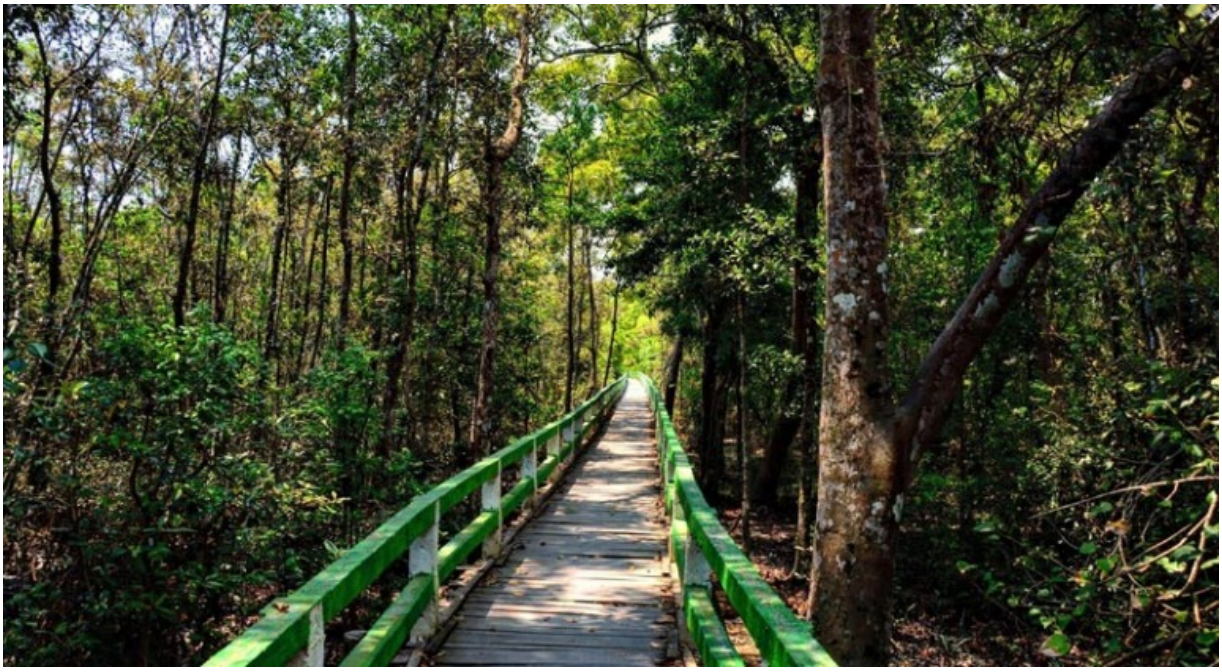

ভ্রমণ বর্ণনাঃ

সকাল ৬:০০ টায় নয়া পল্টনে উপস্থিত। সেখান থেকে নন এসি গাড়ি যোগে ৭ টায় মাওয়া ঘাটে উপস্থিত হয়ে, সেখান থেকে স্পীড বোটে কাঁঠাল বাড়ি ঘাটে নেমে নন এসি মাইক্রো যোগে ৯.৩০ মিনিটে মংলা বন্দর পৌঁছে লোকাল রেস্টুরেন্টে নাস্তা। নাস্তা শেষে ইঞ্জিন চালিত রেসকিউ বোট যোগে ১০.৩০ মিনিটে করমজলের উদ্দেশ্যে রওনা।বেলা ১২ টায় করমজলে পদার্পণ।

করমজল সুন্দরবনের একটি বিস্ময়কর দর্শনীয় স্থান।করমজল হল মহিমান্বিত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার।এখানে ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার আছে।এ পর্যটন কেন্দ্রটির শুরুতেই বিশাল আকৃতির মানচিত্র সুন্দরবন সম্পর্কে সাম্যক ধারণা দেবে। মানচিত্র পেছনে ফেলে বনের মধ্যে দক্ষিণে চলে গেছে আঁকাবাঁকা কাঠের তৈরি হাঁটা পথ।এ পথের নাম মাঙ্কি ট্রেইল।পথের দুই ধারে ঘন জঙ্গল। এ বনে বাইন গাছের সংখ্যা বেশি। এখানে রয়েছে একটি পর্যবেক্ষণ বুরুজ। এর চূড়ায় উঠলে

+88 01856 957 957, 01715 408 281
+88 02 58310100
tigerecotourism@gmail.com
info@tigerecotourism.com
17/2(16th Floor,City Heart
67 Naya Paltan,Dhaka-1000, Bangladesh.

করমজলের চারপাশটা ভালো করে দেখা যায়। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে ১টি হরিণ ও কুমির প্রজনন কেন্দ্র।পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো বিকেলে করমজল এলাকায় দল বেধে বন্য চিত্রল হরিণের আগমন এবং পর্যটকদের হাত থেকে খাবার গ্রহন।বিকাল ৪ টায় করমজল পরিদর্শন শেষে মংলা পোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে মংলায় পৌঁছে কাঁঠাল বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা।রাত ৮.৩০ মিনিটে কাঁঠাল বাড়ি হতে লঞ্চ যোগে নদী পার হয়ে, রাত ৯.৩০ মিনিটে মাওয়া ঘাটে পৌঁছে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন এবং ভ্রমন সমাপ্তি।

দেখতে পাবেনঃ

**ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে
**স্পীড বোটে নদী ভ্রমন
**পদ্মা সেতু পরিদর্শন
**কাঁঠাল বাড়ি ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে
**করমজল ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার
**চিত্রল হরিণ
**বানর
**মাঙ্কি ট্রেইল
**পর্যবেক্ষণ বুরুজ
**কুমির প্রজনন কেন্দ্র

ভ্রমণের সময়ঃ সকাল ৬.০০ হতে রাত ১০.৩০ পর্যন্ত।

লাঞ্চঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট (রেসকিউ বোটে)।

ভ্রমণ ফিঃ ৫,০০০ টাকা / প্রতিজন (ন্যূনতম ৯ জন)

পলিসিঃ

১. ৫০% অগ্রিম টাকা প্রদান সাপেক্ষে বুকিং কনফার্ম হবে। বাকী ৫০% ভ্রমনের ৭ দিন পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। যাত্রার তারিখের ৭ দিনের মধ্যে ভ্রমণ বাতিল করা হবে না।

২. প্রত্যেক অথিতি তাদের নাম,মোবাইল,ঠিকানা,বয়স প্রদান করবেন এবং বিদেশি অথিতিদের তাদের পাসপোর্টের এর ফটো কপি জমা দিতে হবে।

৩. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর কর্তৃক বৈধ অনুমতির ছাড় পত্র ব্যতিত সকল প্রকার মাদক বহন এবং গ্রহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অন্যথায় টাইগার ইকো ট্যুরিজম এন্ড টুরস কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার অবৈধ মালামাল বহনের জন্য দায়ী থাকবে না।

৪. কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে না।

৫. করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক পরা বাধ্যতা মূলক, সংক্রামণ ব্যাধি সংক্রান্ত সকল আইন মেনে চলতে হবে।

৬. সকল প্রকার টিপস প্যাকেজ মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সচেতনতাঃ সুন্দরবন ভ্রমনে সাইলেন্স বা নীরব থাকুন, বন্য প্রানীদের উত্যাক্ত করবেন না । যেখানে সেখানে ময়লা বা অপচনশীল দ্রব্য ফেলবেন না, সাথে করে নিয়ে এসে ডাস্টবিন এ ফেলুন ।

+88 01856 957 957, 01715 408 281
+88 02 58310100
tigerecotourism@gmail.com
info@tigerecotourism.com
17/2(16th Floor,City Heart
67 Naya Paltan,Dhaka-1000, Bangladesh.